যায়যায়দিন
08 AUG 2008

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ শিগগির

আন্দোলনের হুমকি

হাবিবুর রহমান খান

ছাত্র রাজনীতি বন্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ায় ছাত্র রাজনীতি শুরু না হলেও আইন করেই তা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিভিন্ন সময়ে দেশের অর্জিত সাফল্যে সামনে থেকে যে সংগঠনগুলো নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই ছাত্র রাজনীতির যবনিকাপাত হচ্ছে শিগগিরই। সরকারের এ সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন ছাত্রনেতারা। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হলে তারা প্রয়োজনে আন্দোলনে যাওয়ারও হুমকি দিয়েছেন।

বুধবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধসহ বিভিন্ন নতুন ধারা সংযোজন করে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ৭২-এর (সংশোধনী) অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। অধ্যাদেশটি শিগগিরই অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। বিভিন্ন সময় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃ ১১ ≫ কঃ ১

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ শিগগির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্র সংঘর্ষের পর 'সুশীল সমাজসহ' নানা পেশার মানুষ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলছিলেন।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও বিভিন্ন সেমিনারে সরকারের উপদেষ্টারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে জোরালো মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ বন্ধ না করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলা হয়।

এর আগে বুয়েটের ছাত্রী সনি হত্যার পর ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারকে চাপ দেয়া হয়েছিল। তখন সম্ভব হয়নি। সবশেষ গত বছর আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ছাত্র বিক্ষোভের পর গঠিত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান (বর্তমানে ট্রুথ কমিশনের চেয়ারম্যান) বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান তার তদন্ত প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করেন। সে সময় থেকে সরকারের উপদেষ্টারা এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে (সংশোধনী) ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্তে ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

তাদের অভিযোগ, এতে দেশের অর্জিত সুনামগুলো বিনষ্ট হবে। ভাষা আন্দোলনসহ দেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে যাদের অবদান, সেই ছাত্র রাজনীতিকে কলমের এক খোঁচায় বন্ধ করে দেয়া স্বৈরাচারী মনোভাব ছাড়া কিছুই নয়। একটি অরাজনৈতিক সরকার কি করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সুপারিশ করে, তা ভাবনায় আসছে না বলেও ছাত্রনেতারা মন্তব্য করেন। সাবেক ও বর্তমান ছাত্রনেতারা বলেন, সরকার কি করছে তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে না। ছাত্র সংগঠন বন্ধ করে তারা কী উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছে? এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে বলেও তারা দাবি করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন যায়যায়দিনকে বলেন, ছাত্র রাজনীতি বাংলা ও বাঙালির গর্বিত ইতিহাস। এটা আইন করে চালু হয়নি, তাই আইন করে এটা বন্ধ করা যাবে না। তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দয়া করে ছাত্রসমাজকে আপনাদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন না। সরকারের এ অবস্থান থেকে সরে আসার দাবি জানান এ ছাত্রনেতা।

তিনি আরো বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিকল্প কোনো চিন্তা করা সরকারের উচিত হবে না। এরপরও সরকার তাদের অবস্থানে অনড় থাকলে ছাত্রসমাজের আন্দোলন ছাড়া কোনো বিকল্প থাকবে না।

ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু যায়যায়দিনকে বলেন, সরকার অবৈধভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্র করছে। ছাত্র রাজনীতি আইন করে শুরু হয়নি এবং আইন করে তা বন্ধও করা যাবে না।

এ দেশে ছাত্র রাজনীতির গর্বিত ঐতিহ্য রয়েছে। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, '৭১-র স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং '৯০-র স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সব অর্জনের পেছনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

তার মতে, সরকার দেশের মানুষের ওপর যে নির্যাতন-অন্যায় চালাচ্ছে, ছাত্রসমাজ যাতে তার প্রতিবাদ করতে না পারে সে জন্যই এ অপপ্রচেষ্টা। কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা দেশের ছাত্রসমাজ কোনোদিন বাস্তবায়ন করতে দেবে না।